Downloaded From: http://iasexamportal.com

CS (MAIN) Exam:2016

M-ESC-CU-BNG

BENGALI

(Compulsory)

Time Allowed : Three Hours	Maximum Marks : 300

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions

All questions are to be attempted.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answer must be written in BENGALI (Bengali script) unless otherwise directed in the question.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to and if answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks may be deducted.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

বাংলা

(আবশ্যিক)

সময় : ৩ ঘন্টা	পূর্ণাঙ্ক : 300

প্রশ্নপত্র-সংক্রান্ত আবশ্যিক নির্দেশাবলী

উত্তর লেখার পূর্বে নিম্নে প্রদত্ত নির্দেশগুলি যত্ন সহকারে পড়ুন

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রশ্ন/প্রশ্নাংশের জন্য নির্ধারিত মূল্য দেওয়া হয়েছে।

অন্য কোনো নির্দেশ না থাকলে প্রশ্নের উত্তর বাংলা অক্ষরে লিখতে হবে।

কোনো প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যা দেওয়া থাকলে তা মান্য করতে হবে। উত্তরের শব্দসংখ্যা নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার চেয়ে খুব বেশি বা খুব কম হলে নম্বর কাটা যাবে।

প্রশ্নোত্তর পুস্তিকার পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠার অংশ খালি থাকলে পরিষ্কারভাবে কেটে দিতে হবে।

Downloaded From: http://iasexamportal.com

Downloaded From: http://iasexamportal.com

1. নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বিষয়ে *600* শব্দের একটি প্রবন্ধ লিখুন : 100

(a) সংস্কৃতি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

(b) 'স্মার্ট নগর' এবং 'আনস্মার্ট নাগরিক'

(c) বিচার সংক্রান্ত সক্রিয়তাবাদ বনাম বিচার সংক্রান্ত সীমা-অতিক্রম (Judicial overreach)

(d) স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে আপন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার প্রেরণা জাগানো

2. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি মনোযোগ সহকারে পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির স্পষ্ট, শুদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন : 12×5=60

এটা বলা হয় যে মহিলারা অর্ধেক আকাশ ধরে থাকেন। আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে তাঁদের দখলে অর্ধেকের বেশি আকাশই রয়েছে। তবু প্রায় প্রত্যেকটি দেশের ইতিহাসে, সংস্কৃতিতে ও ঐতিহ্যে, প্রত্যেকটি অঞ্চলের ধর্মে, জাতিতে, শ্রেণীতে মহিলাদের কিন্তু পুরুষের তুলনায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বেশি অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। এবং প্রথাগতভাবে মহিলারা খাদ্য, কাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং জীবনে বিকশিত হবার জন্য যা যা করতে হয়—অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা করা, স্বপ্ন দেখা এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া—সেখানে এক বৈষম্যমূলক ব্যবহার শিকার হয়েছেন। সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ ধরে মহিলারা সমাজে পৃথিবীর বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই রয়ে গেছেন।

পুরুষতন্ত্র মহিলাদের দেখে সক্ষম নয়, অক্ষম ব্যক্তি হিসাবে, পুরুষতন্ত্র নিজেদের অধিকারকেই অগ্রাধিকার দেয়। তাদের চোখে মহিলারা আত্মসম্মানপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি নয়, সমান অধিকার, সমান সম্মান তারা সমাজের কাছে দাবি করতে পারে না। তার পরিবর্তে মহিলাদের দেখা হয় পুরুষের জন্য সুবিধা সৃষ্টি করার যন্ত্র হিসাবে, তাদের সন্তান উৎপাদন করবার, সেবা করবার, যৌনতৃপ্তি সংঘটন করবার এবং পারিবারিক সমৃদ্ধি ঘটাবার মাধ্যম হিসাবে। পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েই মহিলারা কন্যা, স্ত্রী এবং মা—সমাজ ও সংস্কৃতি এই চোখেই তাদের দেখে। অন্যথায় মহিলারা সমাজের চোখে অপাঙ্‌ক্তেয়।

পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কবিহীনা 'একাকী' মহিলারা এর বাইরে অবস্থান করেন : এঁদের মধ্যে পড়েন তাঁরা, যাঁরা বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছেন তবু এখনো বিবাহিতা নন অথবা যাঁরা বিধবা বা বিবাহবিচ্ছিন্না বা স্বামীর থেকে পৃথক হয়েছেন। পুরুষের অভিভাবকত্বের বাইরে—যে অভিভাবকত্ব নানাভাবে নারীর জীবন সুরক্ষিত করে বলে ভাবা হয়—তার অভাব সমাজের চোখে এক অঘটন। সেই অঘটনকে আরো তীব্র মনে করা হয় যখন নারী স্বেচ্ছায় সেই অভিভাবকত্ব খারিজ করে দেয়। অসুখে ভুগে অথবা কোনো দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যু ঘটলেও সমাজ একে একটি অঘটন হিসাবেই দেখে। পুরুষের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ক্রোধ সেই মহিলার প্রতি সংরক্ষিত থাকে যে মহিলা পুরুষের ছত্রছায়ার বাইরে গিয়ে একা বসবাস করে।

সমস্ত বিকাশশীল দেশগুলির ষাট শতাংশ থেকে আশি শতাংশ খাদ্যবস্তুর উৎপাদন মহিলারাই করে এবং সমস্ত পৃথিবীর উৎপাদিত খাদ্যের অর্ধাংশ উৎপাদন করে থাকে মহিলারাই। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে মেয়েরাই বেশির ভাগ পরিবারে খাদ্যের যোগান দেয়। অথচ, ভারতবর্ষে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা এমনই যে মেয়েরা খায় সবচেয়ে কম, সকলের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে। আর যদি সংসারে খাদ্যবস্তুর অভাব থাকে তাহলে ক্ষেত্রবিশেষে তাদের উপবাসীই থাকতে হয়। পরিবারের ভেতরের এই বৈষম্যমূলক প্রথাই মেয়েদের উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত রাখে। এমনকি স্বচ্ছল পরিবারগুলিতে যেখানে খাবারের যথাযথ বন্টন হলে মেয়েরাও ঠিকঠাক খেতে পেত সেখানেও নয়। 'একাকী' মহিলারা নানা বৈষম্যমূলক সামাজিক নিয়মের কারণে জীবিকা ও খাদ্য অর্জনে নানা অসুবিধা ভোগ করেন, যদিও 'একা' হয়েও তাঁরা জীবনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

ভারতবর্ষ সেই স্বল্প সংখ্যক দেশগুলির একটি যেখানে নারী ও বালিকার সংখ্যা পুরুষ ও বালকের সংখ্যা থেকে কম। গত শতাব্দী থেকে মেয়েদের সংখ্যা একনাগাড়ে কমে যাচ্ছে। ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী প্রতি ১০০০ পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৯৩৩। যদি নারী এবং বালিকা পুরুষ এবং বালকের সমান সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পায়, যার মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পুষ্টিও পড়বে, তাহলে নারী এবং পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান হয়ে ওঠার দৃঢ় সম্ভাবনা

Downloaded From: http://iasexamportal.com

Downloaded From: http://iasexamportal.com

রয়েছে। তার বদলে ২০০১ সালের জনগণনাতে মেয়েদের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ মিলিয়ান কম ছিল। ২০১১ সালে জনগণনায় মেয়েদের সংখ্যা ঈষৎ বেড়ে হয়েছে ৯৪০। তার চেয়েও বড় সমস্যা হল হাল আমলের ০–৬ পর্যন্ত বয়সের বালক-বালিকার লিঙ্গ অনুপাত। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এটি ছিল ৯২৭, ২০১১ সালে এই অনুপাত আরো হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯১৪। এই পরিসংখ্যা নিঃসংশয়ে এটাই প্রতিষ্ঠিত করে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা এবং যান্ত্রিক আবিষ্কারসমূহের ব্যবহার মেয়েদের পৃথিবীর আলো থেকেই বঞ্চিত করছে, তাদের জন্মগ্রহণ করতে দেওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ নানাভাবে ভারতীয় সমাজ তার লক্ষাধিক বালিকা এবং মহিলাদের হত্যা করে চলেছে।

প্রশ্নাবলী :

(a) জনগণনা বালিকা এবং মহিলা সম্পর্কে আমাদের কি বার্তা দেয় ?

(b) খাদ্য এবং মহিলা সম্বন্ধিত অবিচারে বিরোধাভাস কোথায় ?

(c) মহিলারা অর্ধেকের বেশি আকাশ পরিব্যাপ্ত করে আছেন বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন ?

(d) পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মহিলারা কীভাবে যন্ত্রমাত্রে পরিণত হন ?

(e) লেখকের মতে আমাদের সমাজে একাকী মহিলাদের অধিকতর মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে কেন ?

3. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটির সংক্ষিপ্তসার এক-তৃতীয়াংশ শব্দের মধ্যে লিখুন। কোনো শিরোনাম দেবেন না। সংক্ষিপ্তসার নিজের ভাষায় লিখতে হবে : 60

আমরা অনেকেই মনে করি যে বিশ্বস্ত হওয়াটা প্রশংসার যোগ্য। পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা আমরা অনুমোদন করি। যে সমস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকার কারণ আছে, তাদের সকলের প্রতি আমাদের বিশ্বস্ত থাকতে হবে। প্রয়োজনে এবং বিপদে আমরা তাদের সাহায্য করব, এবং তাদের কল্যাণসাধনের জন্য সর্বদা আগ্রহী থাকব। স্পষ্টতই যে ব্যক্তি অবিশ্বস্ত যখন সে নিজের পিতামাতার কষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন হয়, অথবা যখন সে নিজের দেশের বিরুদ্ধে কোনো সেনাদলে যোগ দিয়ে নির্বিচারে নিজের দেশবাসীকে হত্যা করে। সেইসব ব্যক্তিদের আমরা অনেকেই অনুমোদন করি না।

তা সত্ত্বেও কখনো কখনো এমন পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, যখন একজন ব্যক্তি অবিশ্বস্ত কি না তা স্থির করা কঠিন হয়ে পড়ে। একজন বুদ্ধিমান বালক তার পিতামাতা চাইলেও পড়াশোনা ছেড়ে তাদের আর্থিক সাহায্য করার জন্য কর্মে প্রবেশ করার বিরোধিতা করতে পারে। সে হয়ত বিশ্বাস করে যে আরো পড়াশোনা করলে সে পিতামাতাকে ভবিষ্যতে আরো ভালভাবে প্রতিদান দিতে পারবে। অন্যপক্ষে বর্তমানে পড়াশোনা ছেড়ে দিলে তার সহজাত দক্ষতা নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে কাউকেই সাহায্য করতে পারবে না। অবিবেচক ব্যক্তিরা একটি ছেলে বা মেয়েকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার জন্য দোষারোপ করতে পারেন, কিন্তু সন্তানটি যদি বিবেকবান এবং সংবেদনশীল হয়, তাহলে সমালোচনার পরিবর্তে সাহায্য এবং উৎসাহই তার প্রাপ্য হবে। অন্যদিকে, কোনো বালকের পিতামাতা যদি অত্যন্ত দরিদ্র হন—তখন তার পক্ষে পিতামাতাকে সাহায্য না করা অবিশ্বস্তের কাজ হবে, এমনকি যদি সে পরবর্তী জীবনে সফলও হয়, তাহলেও অল্পবয়সে অবিশ্বস্ত হবার জন্য হয়ত সে সবসময়েই অনুতাপ করবে।

আরো একটি বড় সমস্যা হল ব্যক্তির সঙ্গে তার দেশের সরকারের সম্পর্ক। একদল মানুষ তাঁদের দেশকে যথার্থই ভালবাসলেও তার উন্নতি এবং সুখের জন্য উদ্বিগ্ন হলেও, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এমনকি অস্ত্রধারণও করতে পারেন। কারণ তাঁরা মনে করেন সরকার দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং সরকারকে অন্য কোনো ভাবে সরানো সম্ভব নয়। সরকার এঁদের তৎক্ষণাৎই বিদ্রোহী এবং বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেবে। এদের মধ্যে প্রথম শব্দটি সঠিক হলেও দ্বিতীয়টি নয়। কারণ বিদ্রোহীরা হয়ত দেশের জনতার প্রতি সরকারের চেয়েও বেশি বিশ্বস্ত। দুর্ভাগ্যবশত, যতক্ষণ না বিদ্রোহ সফল হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্রোহের অনুপ্রেরণা দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা অথবা নিজস্ব স্বার্থপ্রণোদিত তা স্থির করা কঠিন। তখন প্রশ্ন হবে, যে বিদ্রোহীরা এখন সফল হয়ে নতুন সরকার গঠন করেছেন তাঁরা কি স্বীকার করেন যে দেশের জনসাধারণ এমনকি তাঁদের রাজনীতিগত বিরোধীপক্ষেরও ন্যূনতম কিছু অধিকার আছে। যেমন মুক্তভাবে

Downloaded From: http://iasexamportal.com

Downloaded From: http://iasexamportal.com

নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করা এবং জনসাধারণের সমর্থন লাভ করার প্রচেষ্টার অধিকার। অথবা তাঁরা কি ক্ষমতার প্রয়োগ করে নিজেদের রাজনৈতিক শত্রুদের ধ্বংস করতে চাইছেন? যদি তাঁরা প্রথমটি করেন তাহলে আমরা বুঝব তাঁরা দেশের প্রতি যথার্থই বিশ্বস্ত। কিন্তু যদি তাঁরা দ্বিতীয়টি করেন তাহলে আমরা জানব যে তাঁরাও দেশের প্রতি ক্ষমতাচ্যুত সরকারের মতই অবিশ্বস্ত। কিন্তু যখন আমরা এই জ্ঞানলাভ করব, তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে।

4. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটির ইংরেজি অনুবাদ করুন : 20

কোনো একজন আমীর নিজের জাহাজে করে সমুদ্রযাত্রায় গিয়েছিলেন তখন প্রবল ঝড় উঠেছিল। জাহাজের একজন গোলাম যে কখনোই সমুদ্রযাত্রায় যায়নি সে ঝড় দেখে ভয়ে প্রচণ্ড চীৎকার-চ্যাচামেচি জুড়ে দিল। বেশ অনেকক্ষণ ধরে এই চীৎকার-চ্যাচামেচি চলল। কেউই তাকে থামাতে পারল না। রেগে গিয়ে আমীর সাহেব হেঁকে বললেন, ‘‘এখানে কী কেউ নেই যে এই ভীতু হতভাগাটাকে চুপ করাতে পারে?’’

জাহাজের একজন দার্শনিক যাত্রী বললেন, ‘‘মনে হয় আমি ওকে থামাতে পারি যদি আমাকে আমার খুশিমত কাজ করবার পুরো স্বাধীনতা দেওয়া হয়’’। আমীর বললেন, ‘‘ঠিক আছে, আপনাকে অনুমতি দিলাম’’।

ঐ দার্শনিক জাহাজের কয়েকজন নাবিককে ডাকলেন এবং তাদের ঐ গোলামকে সমুদ্রে ফেলে দিতে বললেন। তারা তাই করল। নিরুপায় হয়ে গোলামটি ভয়ে আরও চীৎকার করতে লাগল এবং পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দার্শনিকটি নাবিকদের ঐ গোলামটিকে সমুদ্র থেকে জাহাজে ফিরিয়ে আনবার নির্দেশ দিলেন। জাহাজের ডেকে ফিরে এসে গোলামটি ভীত অবসন্ন হলেও একেবারে চুপচাপ পড়ে রইলো। আমীর সাহেব গোলামের এই আকস্মিক পরিবর্তনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং দার্শনিককে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দার্শনিক বললেন, ‘‘যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা অধিকতর খারাপ পরিস্থিতিতে না পড়ি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বুঝতেই পারিনা যে উপস্থিত পরিস্থিতিতে আমরা কত ভালো ছিলাম’’।

5. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন : 20

Man has always been fascinated by dreams. He has always tried to find explanations for his dreams. Perhaps dreams tell us about the future or the past, perhaps they tell us about our deepest fears and hopes. I don't know. Today, I want to give you a completely different explanation. But before I do so, I must give you one or two facts about dreams. First of all, everybody dreams. You often hear people say, 'I never dream', when they mean, 'I can never remember my dreams'. When we dream, our eyes move rapidly in our sleep as if we were watching a moving picture, following it with our eyes. This movement is called REM, that is Rapid Eye Movement. REM sleep is the sleep that matters. Experiments have proved that if we wake people throughout the night during REM, they will feel exhausted the next day. But they won't feel tired at all if we take them at times when they are not dreaming. So the lesson is clear : it is dreaming that really refreshes us, not just sleep. We always dream more if we have had to do without sleep for any length of time.

If that is the case, how can we explain it? I think the best parallel I can draw is with computers. After all, a computer is a very primitive sort of brain. To make a computer work, we give it a programme. When it is working, we can say it is 'awake'. If ever we want to change the programme, that is to change the information we put into the computer, what do we do? Well, we have to stop the computer and put in a new programme or change the old programme.

Downloaded From: http://iasexamportal.com

Downloaded From: http://iasexamportal.com

6. *(a)* বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন : 2×5=10

(i) মুখ্য

(ii) আর্দ্র

(iii) ভীরুতা

(iv) স্বাধীন

(v) অপমান

(b) অশুদ্ধি সংশোধন করুন : 2×5=10

(i) ভূল

(ii) বাল্মীকী

(iii) বুদ্ধিজীবি

(iv) অধ্যাবসায়

(v) পৃষ্ট

(c) বিশিষ্টার্থক শব্দগুলিকে উপযুক্ত বাক্যে প্রয়োগ করুন : 2×5=10

(i) ওজন বুঝে চলা

(ii) ভস্মে ঘি ঢালা

(iii) দিন আনা দিন খাওয়া

(iv) হাটে হাঁড়ি ভাঙা

(v) ছড়ি ঘোরানো

(d) বিশেষ্যকে বিশেষণে এবং বিশেষণকে বিশেষ্যে প্রয়োগ করুন : 2×5=10

(i) মান

(ii) কাতর

(iii) দীন

(iv) শুচি

(v) কৃতিত্ব

★ ★ ★

Downloaded From: http://iasexamportal.com

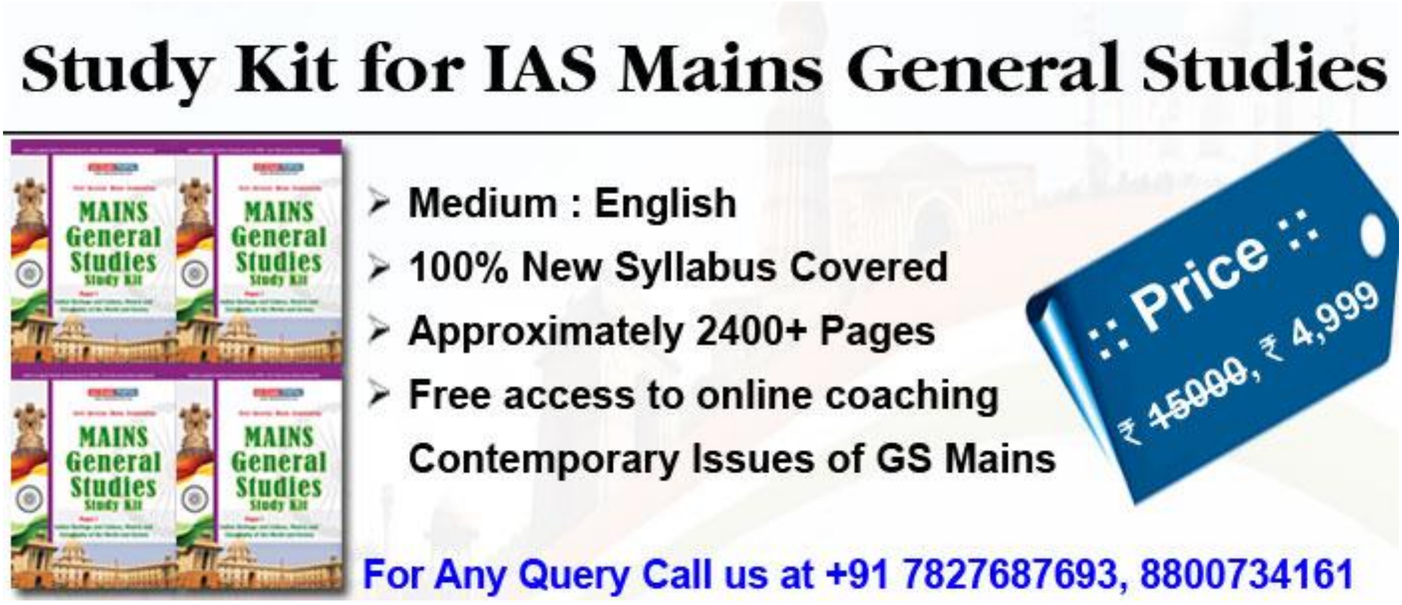

Prited Study Material forIAS Mains General Studies (GS I + GS II + GS III + GS IV)

What you will get:

- 100% G.S. Syllabus Covered
- 8+ Booklets
- More Than 2500+ Pages
- Guidance & Support from Our Experts

Our Objectives:

- Firstly to cover 100% civil service Mains examination (IAS) syllabus.
- Secondly to compile all the required study materials in a single place, So to save the precious time of the aspirants.

For More Information Click below Link

http://iasexamportal.com/civilservices/study-kit/gs-mains

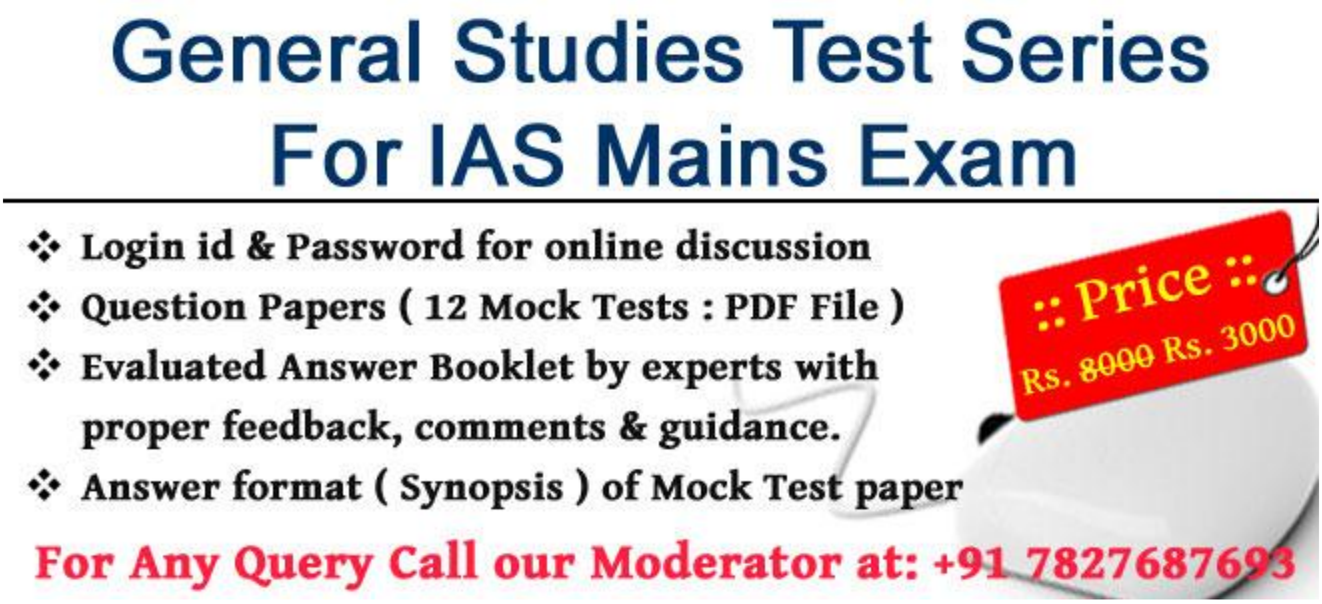

General Studies Test Series for IAS Mains Examination

What you will get:

- **Login id & Password for online discussion**
- **Question Papers (12 Mock Tests : PDF File)**
- **Evaluated Answer Booklet by experts with proper feedback, comments & guidance.**
- **Answer format (Synopsis) of Mock Test paper**
- **Comprehensive analysis of previous year questions &**
- **Mode of Discussion: Email ,Telephonic and Online Discussion**
- **Value Addition material like**

  a. **Current General Studies Magazine**
  b. **Solved papers of General Studies Mains 2013**
  c. **Categorised question papers of last ten years of General Studies Mains Exam**
  d. **Trend Analysis**

For More Information Click below Link

http://iasexamportal.com/civilservices/test-series/ias-mains-gs

Online Coaching for General Studies - I, II, III & IV (Combo)- IAS Mains

- 100 % General Studies Syllabus Covered
- Expert Support and 'Ask Your Queries' Section
- Practice Tests to evaluate your performance
- Course Planning to ensure that you cover all the topics in time

Inaugural Offer at ₹ ~~8000~~ ₹ 2996

For Any Query call our Course Co-ordinator - +91-7827687693, 8800734161

Online Coaching for IAS Mains General Studies I, II, III & IV (Combo)

What you will Get (?)

- General Studies (Paper – I, II, III & IV) Online 100 % Reading Material of the Syllabus (Which can be saved easily)
- Slides (For Giving Summary of Each Topics)
- Categorized Unit and Sub-Unit Wise Question Papers of General Studies
- Current General Studies Magazine (Indispensable Magazine for General Studies)
- Daily Answer Writing Challenge for IAS Mains Contemporary Issues
- It is full of tips on areas of emphasis, caution while reading and writing , how to write the answer (?) .
- Model Test Question Paper for General Studies - I, II, III and IV for Mains Exam
- Online and Telephonic interaction with the course director, and continuous evaluation through a regular online writing session in every chapter and topic.

For More Information Click below Link

http://iasexamportal.com/civilservices/courses/ias-mains-gs-combo